যুগান্তর

তারিখ 24 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

নকলায় তিন শতাধিক জেএসসি পরীক্ষার্থী বিপাকে

শেরপুর প্রতিনিধি

শেরপুরের নকলায় আসন্ন জেএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত ৩১৭ জন পরীক্ষার্থী ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ভুলের কারণে হতাশায় ভুগছে। অভিভাবকসহ ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানরা পড়েছেন হয়রানিতে। জানা যায়, ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত জেএসসি পরীক্ষায় ৩১৭ জন পরীক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে অকৃতকার্য হয়। নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার্থীরা যে বিষয়ে ফেল করে সে বিষয়েই চলতি বছর জেএসসি পরীক্ষা দেয়ার কথা। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশক্রমে ওই অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা সারা বছর ফেল করা ওইসব বিষয়গুলোই পড়ে আসছে। এমনকি আগামী ১ নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জেএসসি পরীক্ষার জন্য অকৃতকার্য বিষয়েই ফরম পূরণ করেছে ওই পরীক্ষার্থীরা। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে নকলার ৩০টি নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্রে সব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা হতাশ, আর হয়রানির শিকার হচ্ছে প্রধান শিক্ষক ও অভিভাবকরা। ভুরদী ছাল্যাকুড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জেএসসি পরীক্ষার্থী নাজমা ইংরেজি এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, রাসেল রানা ও শাহিন মিয়া ইংরেজিতে গত বছর ফেল করে। এ বছর ফেল করা বিষয়গুলোই পরীক্ষার্থীরা সারা বছর ধরেই পড়ে আসছে এবং ফরম পূরণ করেছে ওইসব বিষয়েই। কিন্তু তাদের প্রবেশপত্রে সব বিষয় উল্লেখ থাকায় তাদের মধ্যে হতাশা নেমে এসেছে। এ বিষয়ে ওই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক খন্দকার লুৎফর রহমান বলেন, গত বছর তার প্রতিষ্ঠান থেকে জেএসসি পরীক্ষায় যে ৩ জন ছাত্র ফেল করেছিল তাদের সবার প্রবেশপত্রেই সব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কেন এমন হয়েছে তা তার বোধগম্য নয় বলে তিনি জানান। তবে অভিভাবকের পক্ষ থেকে বেশ চাপে আছেন তিনি। এনিয়ে প্রতিদিনই তাকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নকলা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবদুর রশিদ বলেন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কম্পিউটার অপারেটরদের অজ্ঞতার কারণে অথবা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ভুলে ভরা এমন প্রবেশপত্র ইস্যু করা হয়ে থাকতে পারে। তবে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের শিক্ষা বোর্ডে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।